সমকাল

08 SEP 2026

কনটেইনারে পণ্য নেই, কাগজে সাড়ে ৫ কোটি টাকার রপ্তানি

■ সমকাল প্রতিবেদক

১২১ টন পণ্যের অস্তিত্বই নেই। অথচ অ্যাসিকুডা ওয়ার্ল্ডে দেখানো হয়েছে, ৪ লাখ ৩৮ হাজার মার্কিন ডলারের রপ্তানি হয়েছে। ডিপোতে পণ্য প্রবেশের আগেই কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে। এমন একটি গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অনুসন্ধানে।

গতকাল সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে এ অনিয়ম ধরা পড়ার বিষয়টি গণমাধ্যমে জানানো হয়েছে। এনবিআরের জনসংযোগ বিভাগ জানায়, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের বিশেষ তৎপরতায় ভ্যালমন্ট ফ্যাশনস লিমিটেডের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫টি সন্দেহজনক রপ্তানি চালান আটক করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাগজপত্র ও অ্যাসিকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানির তথ্য থাকলেও সংশ্লিষ্ট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোতে বাস্তবে পণ্যের কোনো অস্তিত্বই পাওয়া যায়নি।

গত ৩ সেপ্টেম্বর অ্যাসিকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে রপ্তানি কনসাইনমেন্ট যাচাইকালে ভ্যালমন্ট ফ্যাশনসের ৫টি রপ্তানি চালান কাস্টমস গোয়েন্দার নজরে আসে। প্রাথমিক বিশ্লেষণেই রপ্তানির গন্তব্য দেশ, পণ্যের প্রকৃতি ও ঘোষিত মোট ওজনের মধ্যে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হওয়ায় চালানগুলো আটক করে অধিকতর যাচাই শুরু করা হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এ ছাড়াও জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক ও রাশিয়াতেও তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু ওই ৫টি চালানের গন্তব্য হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফিলিপাইন উল্লেখ করা হয়, যা গোয়েন্দা বিশ্লেষণে অধিকতর যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।

বন্ডেড প্রতিষ্ঠানটির গত এক বছরে আমদানি করা কাঁচামালের পরিমাণের তুলনায় ঘোষিত রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি পাওয়া গেছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে এ পরিমাণ স্বাভাবিক ইনপুট-আউটপুট কো-এফিশিয়েন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে প্রতীয়মান।

ভ্যালমন্ট ফ্যাশনসের ৫টি ভুয়া রপ্তানির চালান আটক করেছে কাস্টমস

দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের তথ্য অনুযায়ী পণ্যগুলো ইসাক ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ নামের ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো থেকে রপ্তানি হওয়ার কথা ছিল। কাস্টমস গোয়েন্দার কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোতে গিয়ে পণ্যগুলো পরীক্ষণের জন্য উপস্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ডিপো কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কোনো পণ্যই প্রদর্শন করতে পারেনি। বরং সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রপ্তানির জন্য ঘোষিত পণ্যগুলো ডিপোতেই প্রবেশ করেনি। পণ্য ডিপোতে প্রবেশ না করা সত্ত্বেও চালানগুলোর কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে সম্পন্ন হলো, সে বিষয়ে ডিপো কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। প্রায় ১২১ টন পণ্যের বিপরীতে প্রায় ৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকার রপ্তানি দেখানো হলেও সরেজমিন যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপোতে ঘোষিত পণ্যের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। পণ্যের বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়াই ৫টি চালানের বিপরীতে রপ্তানি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

কাস্টমস হাউস, আইসিডি, চট্টগ্রামের তত্ত্বাবধানে থাকা বিভিন্ন ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি হয়। রপ্তানি পণ্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট কন্টেইনার ডিপোতে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনীয় কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা শেষে রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কিন্তু এ ঘটনায় পণ্য ডিপোতে প্রবেশ না করেই কীভাবে রপ্তানির কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা উদ্ঘাটনে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
08 SEP 2026

এফবিসিসিআইয়ের মতবিনিময় সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

এলডিসি উত্তরণে সরকার বেশকিছু প্যারামিটার নির্ধারণ করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণে সরকার বেশকিছু প্যারামিটার নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে সামনে রেখে আগামী তিন বছরে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু প্যারামিটার নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব কাজের জন্য কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও কতটা বিস্তৃতভাবে কাজ করতে হবে, সে বিষয়েও সরকারকে ভাবতে হচ্ছে। কোম্পানি আইন সংশোধন সেই বিপুলসংখ্যক কাজের মধ্যে একটি উপাদান মাত্র।'

রাজধানীর মতিঝিলে গতকাল কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর সংশোধনীর খসড়া সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) নিজস্ব কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, '১৯৯৪ সালের পর কোম্পানি আইনে মাত্র দুটি ছোটখাটো সংস্কার হয়েছে। এখন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনটিকে যুগোপযোগী করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম ও পদ্ধতি সহজ করতে বিশ্বের যেসব দেশে আইন ও বিধিবিধান ভালোভাবে কার্যকর হচ্ছে; সেসব দেশের উদাহরণ নেয়া যেতে পারে।' অন্যান্য দেশে সংশ্লিষ্ট আইন কীভাবে কাজ করছে, তা পর্যালোচনা করে ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

খসড়া সংশোধনী নিয়ে মতামত দেয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের যত সময় প্রয়োজন, তা দেয়া হবে জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসায়ীরা যাতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা দরকার। তারা ৩০ দিন সময় চেয়েছেন, প্রয়োজন হলে আরো বেশি সময় নেয়া যেতে পারে। তবে দিন শেষে ভালো প্রস্তাব নিয়ে আসা দরকার।'

আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই—উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অন্যান্য দেশে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো কীভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা তুলনা করে দেখতে হবে। এরপর ব্যবসায়ীদের পরামর্শের ভিত্তিতেই এমন একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হবে, যা ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে।'

বিভিন্ন সংস্কারের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যতে যেসব পরিবর্তন আনা হবে, সেগুলোর প্রতিটিতেই ব্যবসায়ী মহলের পরামর্শ প্রয়োজন হবে। সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়েই এসব পরিবর্তন আনতে চায়।'

সভায় কোম্পানি আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য, প্রস্তাবিত পরিবর্তন ও যৌক্তিকতার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল হায়দার। বেসরকারি খাতের পক্ষে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির।

সভায় জানানো হয়, আইনটির সার্বিক আধুনিকায়ন ও বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষ্যে মূলত পাঁচটি কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো ব্যবসা পরিচালন প্রক্রিয়া সহজ করা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করা; তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করা; করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) আইনি ভিত্তি দেয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

সভায় ৫০ কোটি টাকার বেশি আয় করা প্রতিষ্ঠানগুলোয় কোম্পানি সচিব নিয়োগ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সময়সীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৪ দিনে নামিয়ে আনাসহ বিভিন্ন মতামত দেন ব্যবসায়ীরা।

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (তৃতীয় সংশোধন) বাস্তবায়নের আগে বেসরকারি খাতের সঙ্গে এমন বৈঠককে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের সভাপতি ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, 'অতীতে দেখেছি বেসরকারি খাতের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই পলিসি নেয়া হতো। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোম্পানি আইন হলো মূল আইন, এর ওপর অন্য কোনো আইন প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়।'

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদপ্তরের (আরজেএসসি) অতিরিক্ত নিবন্ধক মো. নূর-ই-আলম; এপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান; ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ; ট্রান্সকমের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান; বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল; এমসিসিআইয়ের সভাপতি কামরান টি. রহমান; বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী এবং বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি আবদুল হকসহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীরা।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
0 8 SEP 2026

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বড় অবকাঠামো প্রকল্পে স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং বাণিজ্য পরিবেশ আরো সহজ করার বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। গতকাল রাজধানীর এফবিসিসিআই কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, জ্বালানি খাতে অংশীদারত্ব এবং সাম্প্রতিক নীতি সংস্কারসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বড় অবকাঠামো প্রকল্পে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখা গেলে বিদেশী উদ্যোক্তাদের আস্থা আরো বাড়বে।' মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে কাজ করতে অত্যন্ত আগ্রহী উল্লেখ করে তিনি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা
08 SEP 2026

ডিজিটাল পাসপোর্ট লাগবে ইউরোপে পণ্য রপ্তানিতেও

গাইডলাইন তৈরিতে কাজ করছে সরকার

রোকন উদ্দীন ▸▸

দেশীয় পণ্যের রপ্তানির বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি বা পণ্যের উৎস ও গতিপথ তথ্য বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে। এই ট্রেসিবিলিটি তথ্যসংবলিত ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (ডিপিপি) রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে থাকতে হবে। পাসপোর্টের কিউআর কোড স্ক্যান করে যাতে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সব তথ্য পেতে পারে। এরই মধ্যে ইউরোপের বাজারে ব্যাটারি পণ্যের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক করেছে ইইউ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশবান্ধব নীতিমালার (ইএসপিআর) অধীনে ২০২৭ সাল থেকে টেক্সটাইল ও পোশাক পণ্যের জন্য এটি ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার চাইছে রপ্তানিতে যাতে কোনো জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ তৈরি না হয়, সে জন্য সব পণ্যের ক্ষেত্রেই ট্রেসিবিলিটির জন্য একটা গাইডলাইন করতে। যাতে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং এটি পুনঃব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে রপ্তানির বাজার আরও সম্প্রসারণ করা যাবে বলেও মনে করছেন তারা।

তবে রপ্তানিকারকরা বলছেন, ট্রেসিবিলিটি সবার আগে প্রয়োজন স্থানীয় বাজারের জন্য তৈরি পণ্যের। বিশেষ করে খাদ্য ও তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। যাতে মানুষ জেনেবুঝে পণ্য ব্যবহার করতে পারে। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে এরই মধ্যে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু কারখানা ট্রেসিবিলিটির কয়েকটি ধাপ বাস্তবায়ন করছে। ধীরে ধীরে বাকি ধাপগুলোও বাস্তবায়ন করতে করবে।

> ভিয়েতনাম আমাদের চেয়ে কম রপ্তানি করে না। কিন্তু তাদেরও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন নেই। সেখানে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন করা হয়েছে। আমরাও সেটা করতে পারি। ভোজ্য তেল, বিভিন্ন খাদ্য পণ্য, স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য গার্মেন্টিস পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন তৈরি করতে পারি
>
> **ফজলে শামীম এহসান**
> *নির্বাহী সভাপতি, বিকেএমইএ*

ট্রেসিবিলিটি ও ডিপিপি কী: ট্রেসিবিলিটি হলো কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক চিত্র বা ট্র্যাক রেকর্ড রাখার পদ্ধতি। আর সহজ ভাষায়,

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ১১ ▸ কলাম ১

ডিজিটাল পাসপোর্ট লাগবে ইউরোপে পণ্য রপ্তানিতেও

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (ডিপিপি) হলো একটি পণ্যের ডিজিটাল পরিচিতিপত্র বা আইডি কার্ড, যা কিউআর কোড বা ইলেকট্রনিক ট্যাগের মাধ্যমে পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদন, ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং (পুনঃব্যবহার) পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনচক্রের তথ্য ধারণ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশবান্ধব নীতিমালার (ইএসপিআর) অধীনে এটি ইউরোপের বাজারে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এটি মূলত টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, পণ্যের স্থায়িত্ব বাড়াতে এবং কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি সার্কুলার ইকোনমি তৈরি করতে কাজ করে। পণ্যের গায়ে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলে উপাদান ও উৎস, পরিবেশগত প্রভাব, সামাজিক কমপ্লায়েন্স, রিসাইক্লিং ও পুনঃব্যবহার তথ্য পাওয়া যায়। পণ্যটি তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা কোন দেশ থেকে এসেছে; পণ্যটি তৈরিতে কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়েছে, পানির ব্যবহার এবং রাসায়নিকের ব্যবহার কেমন ছিল; পণ্যটি উৎপাদনের সময় শ্রমিকের অধিকার ও কাজের পরিবেশ কেমন ছিল তা যাচাই করা; পণ্যটির আয়ুষ্কাল শেষে সেটিকে কীভাবে সহজে রিসাইকেল বা ধ্বংস করা যাবে তার দিকনির্দেশনা।

কী করছে সরকার:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ট্রেসিবিলিটি বা পণ্যের উৎস ও গতিপথ তথ্য গাইডলাইন তৈরি করতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ ছাড়া একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এর সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। পরে সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। তবে বৈঠকের তারিখ এখনো নির্ধারণ হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ইইউর পক্ষ থেকে কয়েক মাস আগে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ৬১টি শুল্কবহির্ভূত সমস্যার কথা জানিয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইইউতে রপ্তানি পণ্যের ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত স্ক্যানিং স্মার্ট কার্ডের শুল্কায়ন জটিলতা দূরীকরণ এবং যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ। ইতোমধ্যে এ বিষয়টির সমাধান করা হয়েছে। ট্রেসিবিলিটি নিয়ে তাদের এই উদ্যোগেই বোঝা যাচ্ছে তারা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। তাই মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেহেতু ২০২৭ সালের মধ্যে টেক্সটাইল পণ্যের জন্য ডিপিপি বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য নিয়েছে, তাই বাংলাদেশের গার্মেন্টিসসহ অন্যান্য উৎপাদন খাতের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ।

ইউরোপের বাজারে পণ্য রপ্তানি অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশের প্রতিটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সরাসরি দেখতে পাবেন যে পণ্যটি পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি হয়েছে কি না, যা মেড ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের বিশ্বস্ততা বাড়াবে।

বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অণুবিভাগের উপসচিব ড. মো রাজ্জাকুল ইসলাম। তিনি কালবেলাকে বলেন, আমাদের রপ্তানির বাজারের জন্য পণ্যের ডিজিটাল পাসপোর্ট পদ্ধতি চালু করাটা জরুরি। যদিও বেসরকারি খাত এটি বাস্তবায়ন করবে। তবে এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বোর্ডসহ অনেক পক্ষ থাকবে।

কী বলছেন রপ্তানিকারকরা:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানিকে বিবেচনায় নিয়ে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগ নিলেও রপ্তানিমুখী শিল্পমালিকরা বলছেন, রপ্তানিপণ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ কোনো গাইডলাইনের প্রয়োজন নেই। কারণ রপ্তানি পণ্যে ট্রেসিবিলিটি তথ্য দিতে হবে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বা আমদানিকারক দেশের গাইডলাইন অনুসারে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যা যা চাইবে তার ভিত্তিতে ট্রেসিবিলিটি তথ্য তেরি হবে। এবং সে অনুসারে ডিপিপিও হবে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু রপ্তানিকারক বা উৎপাদক ট্রেসিবিলিটির কিছু কিছু ধাপের তথ্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে গ্লোবাল রিসাইকেলড স্ট্যান্ডার্ড, সুতা ব্যবহারের তথ্য ইত্যাদি ট্রেসিবিলিটির তথ্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। তবে পণ্যের গায়ে শুধু সিকিউরিটি ট্যাগ থাকে। ইইউ বাধ্যতামূলক করলে হয়তো কিউআর কোড দিতে হবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান কালবেলাকে বলেন, ভিয়েতনাম আমাদের চেয়ে কম রপ্তানি করে না। কিন্তু তাদেরও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন নেই। তারা যেটা করেছে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন করা হয়েছে। আমরাও সেটা করতে পারি। ভোজ্য তেল; বিভিন্ন খাদ্য পণ্য, স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য গার্মেন্টিস পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন তৈরি করতে পারি।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও

গাইডলাইন তৈরিতে কাজ করছে সরকার

রোকন উদ্দীন ▸▸

দেশীয় পণ্যের রপ্তানির বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি বা পণ্যের উৎস ও গতিপথ তথ্য বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে। এই ট্রেসিবিলিটি তথ্যসংবলিত ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (ডিপিপি) রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে থাকতে হবে। পাসপোর্টের কিউআর কোড স্ক্যান করে যাতে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সব তথ্য পেতে পারে। এরই মধ্যে ইউরোপের বাজারে ব্যাটারি পণ্যের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক করেছে ইইউ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশবান্ধব নীতিমালার (ইএসপিআর) অধীনে ২০২৭ সাল থেকে টেক্সটাইল ও পোশাক পণ্যের জন্য এটি ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার চাইছে রপ্তানিতে যাতে কোনো জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ তৈরি না হয়, সে জন্য সব পণ্যের ক্ষেত্রেই ট্রেসিবিলিটির জন্য একটা গাইডলাইন করতে। যাতে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং এটি পুনঃব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে রপ্তানির বাজার আরও সম্প্রসারণ করা যাবে বলেও মনে করছেন তারা।

তবে রপ্তানিকারকরা বলছেন, ট্রেসিবিলিটি সবার আগে প্রয়োজন স্থানীয় বাজারের জন্য তৈরি পণ্যের। বিশেষ করে খাদ্য ও তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। যাতে মানুষ জেনেবুঝে পণ্য ব্যবহার করতে পারে। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে এরই মধ্যে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু কারখানা ট্রেসিবিলিটির কয়েকটি ধাপ বাস্তবায়ন করছে। ধীরে ধীরে বাকি ধাপগুলোও বাস্তবায়ন করতে করবে।

> ভিয়েতনাম আমাদের চেয়ে কম রপ্তানি করে না। কিন্তু তাদেরও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন নেই। সেখানে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন করা হয়েছে। আমরাও সেটা করতে পারি। ভোজ্য তেল, বিভিন্ন খাদ্য পণ্য, স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য গার্মেন্টিস পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন তৈরি করতে পারি
>
> **ফজলে শামীম এহসান**
> *নির্বাহী সভাপতি, বিকেএমইএ*

ট্রেসিবিলিটি ও ডিপিপি কী: ট্রেসিবিলিটি হলো কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক চিত্র বা ট্র্যাক রেকর্ড রাখার পদ্ধতি। আর সহজ ভাষায়,

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ১১ ▸ কলাম ১

ডিজিটাল পাসপোর্ট লাগবে ইউরোপে পণ্য রপ্তানিতেও

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (ডিপিপি) হলো একটি পণ্যের ডিজিটাল পরিচিতিপত্র বা আইডি কার্ড, যা কিউআর কোড বা ইলেকট্রনিক ট্যাগের মাধ্যমে পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদন, ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং (পুনঃব্যবহার) পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনচক্রের তথ্য ধারণ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিবেশবান্ধব নীতিমালার (ইএসপিআর) অধীনে এটি ইউরোপের বাজারে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এটি মূলত টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, পণ্যের স্থায়িত্ব বাড়াতে এবং কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি সার্কুলার ইকোনমি তৈরি করতে কাজ করে। পণ্যের গায়ে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলে উপাদান ও উৎস, পরিবেশগত প্রভাব, সামাজিক কমপ্লায়েন্স, রিসাইক্লিং ও পুনঃব্যবহার তথ্য পাওয়া যায়। পণ্যটি তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা কোন দেশ থেকে এসেছে; পণ্যটি তৈরিতে কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়েছে, পানির ব্যবহার এবং রাসায়নিকের ব্যবহার কেমন ছিল; পণ্যটি উৎপাদনের সময় শ্রমিকের অধিকার ও কাজের পরিবেশ কেমন ছিল তা যাচাই করা; পণ্যটির আয়ুষ্কাল শেষে সেটিকে কীভাবে সহজে রিসাইকেল বা ধ্বংস করা যাবে তার দিকনির্দেশনা।

কী করছে সরকার:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ট্রেসিবিলিটি বা পণ্যের উৎস ও গতিপথ তথ্য গাইডলাইন তৈরি করতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ ছাড়া একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এর সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান গাইডলাইনটি কী উপায়ে করা যায়, এতে কী কী বিষয় রাখা যায়, বাস্তাবায়নের উপায় কী হতে পারে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। বিষয়টি প্রথামিক পর্যায়ে রয়েছে এখনো। গত ১ এপ্রিল এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। পরে সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। তবে বৈঠকের তারিখ এখনো নির্ধারণ হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ইইউর পক্ষ থেকে কয়েক মাস আগে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ৬১টি শুল্কবহির্ভূত সমস্যার কথা জানিয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইইউতে রপ্তানি পণ্যের ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত স্ক্যানিং স্মার্ট কার্ডের শুল্কায়ন জটিলতা দূরীকরণ এবং যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ। ইতোমধ্যে এ বিষয়টির সমাধান করা হয়েছে। ট্রেসিবিলিটি নিয়ে তাদের এই উদ্যোগেই বোঝা যাচ্ছে তারা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। তাই মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেহেতু ২০২৭ সালের মধ্যে টেক্সটাইল পণ্যের জন্য ডিপিপি বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য নিয়েছে, তাই বাংলাদেশের গার্মেন্টিসসহ অন্যান্য উৎপাদন খাতের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ।

ইউরোপের বাজারে পণ্য রপ্তানি অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশের প্রতিটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সরাসরি দেখতে পাবেন যে পণ্যটি পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি হয়েছে কি না, যা মেড ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের বিশ্বস্ততা বাড়াবে।

বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অণুবিভাগের উপসচিব ড. মো রাজ্জাকুল ইসলাম। তিনি কালবেলাকে বলেন, আমাদের রপ্তানির বাজারের জন্য পণ্যের ডিজিটাল পাসপোর্ট পদ্ধতি চালু করাটা জরুরি। যদিও বেসরকারি খাত এটি বাস্তবায়ন করবে। তবে এর জন্য একটি গাইডলাইন থাকা দরকার। আমরা সেই কাজটিই করছি। তবে বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা শিগগিরই স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে এর একটি খসড়া দাঁড় করাব। স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে দাতা সংস্থা, বেসরকরি খাত, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বোর্ডসহ অনেক পক্ষ থাকবে।

কী বলছেন রপ্তানিকারকরা:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানিকে বিবেচনায় নিয়ে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগ নিলেও রপ্তানিমুখী শিল্পমালিকরা বলছেন, রপ্তানিপণ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ কোনো গাইডলাইনের প্রয়োজন নেই। কারণ রপ্তানি পণ্যে ট্রেসিবিলিটি তথ্য দিতে হবে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বা আমদানিকারক দেশের গাইডলাইন অনুসারে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যা যা চাইবে তার ভিত্তিতে ট্রেসিবিলিটি তথ্য তেরি হবে। এবং সে অনুসারে ডিপিপিও হবে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু রপ্তানিকারক বা উৎপাদক ট্রেসিবিলিটির কিছু কিছু ধাপের তথ্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে গ্লোবাল রিসাইকেলড স্ট্যান্ডার্ড, সুতা ব্যবহারের তথ্য ইত্যাদি ট্রেসিবিলিটির তথ্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। তবে পণ্যের গায়ে শুধু সিকিউরিটি ট্যাগ থাকে। ইইউ বাধ্যতামূলক করলে হয়তো কিউআর কোড দিতে হবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান কালবেলাকে বলেন, ভিয়েতনাম আমাদের চেয়ে কম রপ্তানি করে না। কিন্তু তাদেরও রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেসিবিলিটি গাইডলাইন নেই। তারা যেটা করেছে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন করা হয়েছে। আমরাও সেটা করতে পারি। ভোজ্য তেল; বিভিন্ন খাদ্য পণ্য, স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য গার্মেন্টিস পণ্যের জন্য এই গাইডলাইন তৈরি করতে পারি।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, অনেক তৈরি পোশাক মালিক গাইডলাইন তৈরির আগে থেকেই ইইউর জন্য কিছু কিছু ট্রেসিবিলিটি তথ্য রাখছেন। তবে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন সহসাই সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের চর্চার প্রয়োজন।

ঢাকা।

The Financial Express
08 SEP 2026

Agro-exports fall short of $1.0b again

FHM HUMAYAN KABIR

Bangladesh's agro-export earnings fell short of the US$1.0-billion mark for the fourth consecutive year in FY2025-26, despite repeated government initiatives to expand and modernise the sector.

The country earned $975.39 million from agricultural exports during the fiscal year, down 1.34 per cent from $988.62 million a year earlier, according to the latest data from the Export Promotion Bureau (EPB).

Earnings decline 1.34pc as compliance gaps and poor logistics hamper the sector

The earnings crossed the $1.0-billion threshold in FY2020-21 and FY2021-22, registering $1.03 billion and $1.14 billion, respectively. But it fell sharply to $827.10 million in FY2022-23 and have failed to return to the billion-dollar mark since.

Agro-export earnings stood at $964.34 million in FY2023-24, before rising to $988.62 million in FY2024-25 and then slipping to $975.39 million in FY2025-26, official data showed.

Industry insiders said the prolonged stagnation reflects structural bottlenecks, inadequate compliance, weak infrastructure and poor logistics.

The slowdown comes at a time when global demand for organic, processed and fresh agricultural products remains strong.

Bangladesh has made significant gains in food production and achieved near self-sufficiency in many products, but converting that production capacity into higher export earnings remains a major challenge.

Compliance remains a major hurdle

Industry analysts point to a multi-layered crisis that is preventing local exporters from scaling up. Despite the government's repeated commitments to boost agro-exports through cash incentives and international trade fairs, a gap persists between policy initiatives and their implementation at the field level, they said.

The stringent sanitary and phytosanitary (SPS) requirements in major export markets, including the European Union, the United States and the Middle East, remain among the biggest obstacles to expanding Bangladesh's agro-exports, they added.

Exporters frequently cite a shortage of internationally accredited testing laboratories and delays in obtaining recognised health and safety certificates. Such delays can result in consignments being spoiled or rejected at overseas ports.

Policy Exchange Bangladesh Chairman Masrur Reaz said the private sector needs to invest more in sanitary and phytosanitary measures to

I SEE PAGE 7 COL 4

I FROM PAGE 8 COL 8

improve the quality and standards of agricultural products. "The government should provide more incentives or fiscal support for improving agricultural product quality and addressing sanitary issues," he said.

He also stressed the need for world-standard production and preservation systems, improved port facilities and more efficient logistics to boost agro-exports.

Post-harvest losses erode export potential

Analysts estimate that 25 to 30 per cent of agricultural produce is lost after harvest because of inadequate storage, transportation and preservation facilities.

Bangladesh also lacks an integrated cold-chain network, including refrigerated vehicles and temperature-controlled warehouses near major ports and airports.

An agro-product exporter said high airfreight

snacks and frozen foods carry higher margins and are less susceptible to logistical delays.

Dr Masrur Reaz said the government needs to transition from merely offering financial subsidies to building institutional capacity. This includes expediting modern agro-processing zones, developing nationwide cold-chain infrastructure through public-private partnerships and providing export-oriented training to farmers on chemical and pesticide management, he said.

Without addressing the sector's infrastructure, logistics and compliance weaknesses, the $1.0-billion export target would remain an elusive psychological barrier rather than becoming a sustainable milestone, he added.

kabirhumayan10@gmail.com

Bangladesh's agro-export earnings fell short of the US$1.0-billion mark for the fourth consecutive year in FY2025-26, despite repeated government initiatives to expand and modernise the sector.

The country earned $975.39 million from agricultural exports during the fiscal year, down 1.34 per cent from $988.62 million a year earlier, according to the latest data from the Export Promotion Bureau (EPB).

Earnings decline 1.34pc as compliance gaps and poor logistics hamper the sector

The earnings crossed the $1.0-billion threshold in FY2020-21 and FY2021-22, registering $1.03 billion and $1.14 billion, respectively. But it fell sharply to $827.10 million in FY2022-23 and have failed to return to the billion-dollar mark since.

Agro-export earnings stood at $964.34 million in FY2023-24, before rising to $988.62 million in FY2024-25 and then slipping to $975.39 million in FY2025-26, official data showed.

Industry insiders said the prolonged stagnation reflects structural bottlenecks, inadequate compliance, weak infrastructure and poor logistics.

The slowdown comes at a time when global demand for organic, processed and fresh agricultural products remains strong.

Bangladesh has made significant gains in food production and achieved near self-sufficiency in many products, but converting that production capacity into

Compliance remains a major hurdle

Industry analysts point to a multi-layered crisis that is preventing local exporters from scaling up. Despite the government's repeated commitments to boost agro-exports through cash incentives and international trade fairs, a gap persists between policy initiatives and their implementation at the field level, they said.

The stringent sanitary and phytosanitary (SPS) requirements in major export markets, including the European Union, the United States and the Middle East, remain among the biggest obstacles to expanding Bangladesh's agro-exports, they added.

Exporters frequently cite a shortage of internationally accredited testing laboratories and delays in obtaining recognised health and safety certificates. Such delays can result in consignments being spoiled or rejected at overseas ports.

Policy Exchange Bangladesh Chairman Masrur Reaz said the private sector needs to invest more in sanitary and phytosanitary measures to

I SEE PAGE 7 COL 4

I FROM PAGE 8 COL 8

improve the quality and standards of agricultural products. "The government should provide more incentives or fiscal support for improving agricultural product quality and addressing sanitary issues," he said.

He also stressed the need for world-standard production and preservation systems, improved port facilities and more efficient logistics to boost agro-exports.

Post-harvest losses erode export potential

Analysts estimate that 25 to 30 per cent of agricultural produce is lost after harvest because of inadequate storage, transportation and preservation facilities.

Bangladesh also lacks an integrated cold-chain network, including refrigerated vehicles and temperature-controlled warehouses near major ports and airports.

An agro-product exporter said high airfreight costs further undermine the competitiveness of Bangladeshi products against regional rivals such as India, Vietnam and Thailand.

Despite the challenges, exports of fruits, vegetables, spices, oilseeds and betel leaves increased in FY2025-26.

However, sharp declines in exports of animal or vegetable fats and oils, tobacco, tea, and sugar and sugar confectionery weighed on overall agro-export earnings.

Shift needed towards processed products

To break the $1.0-billion ceiling, stakeholders argue that Bangladesh must pivot from exporting raw produce to high-value processed foods. Value-added items such as juices, spices, snacks and frozen foods carry higher margins and are less susceptible to logistical delays.

Dr Masrur Reaz said the government needs to transition from merely offering financial subsidies to building institutional capacity. This includes expediting modern agro-processing zones, developing nationwide cold-chain infrastructure through public-private partnerships and providing export-oriented training to farmers on chemical and pesticide management, he said.

Without addressing the sector's infrastructure, logistics and compliance weaknesses, the $1.0-billion export target would remain an elusive psychological barrier rather than becoming a sustainable milestone, he added.

kabirhumayan10@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
08 SEP 2026

Bangladesh makes final push to defer LDC graduation

The 81st UN General Assembly opens in New York today, with a decision on the deferment expected during the session

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh is making a final push to win support from countries and trade blocs for a three-year delay to its graduation from the UN list of Least Developed Countries (LDCs), as the 81st session of the UN General Assembly begins in New York.

The decision on Bangladesh and Nepal's requests to defer their LDC graduations by three years is expected at the session.

The 81st UNGA begins today, with the main high-level meetings of heads of state and government scheduled for September 18 to 28, according to the UN.

Bangladesh's request to defer its graduation has already been recommended by the UN Committee for Development Policy (UNCDP). Following that, the UN Economic and Social Council (ECOSOC) agreed to put the proposal before the General Assembly.

"The decision on Bangladesh's issue of LDC graduation deferment may be taken in the high-level meeting between September 22 and September 23," Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan told The Daily Star over the phone yesterday.

Bangladesh has been lobbying different countries and trade blocs,

TIMELINE

1975 Bangladesh included in the group of Least Developed Countries (LDCs)

2015 Transitioned from a low-income to a lower-middle income country in World Bank classification

2018 Fulfilled LDC graduation criteria for the first time (43 years after joining)

2021 Met graduation criteria again, graduation recommended

deferment of the LDC graduation, as we have been working on it over the last few months and still continuing our efforts. They have also committed to supporting us," the commerce secretary also said.

Earlier, on February 19, the BNP government sent a letter to the chair of the UNCDP, requesting that the preparatory period be extended until November 24, 2029, saying more time was needed to ensure adequate preparedness.

Following Bangladesh's request, the UNCDP discussed the issue at its annual meeting in February and agreed on a process to assess the proposal.

The country's business community has also been pressing the current government and the previous interim administration to delay graduation, saying businesses need more time to prepare.

Business leaders said high bank interest rates and the political changeover in 2024 following widespread protest and political uncertainty have hit the economy.

A UN assessment report in March said Bangladesh still faced serious gaps in its readiness for graduation, as its economy continued to be affected by domestic and international shocks, including the US-Israel's war on Iran.

The report highlighted disruptions between 2017 and 2026, including

The 81st UNGA begins today, with the main high-level meetings of heads of state and government scheduled for September 18 to 28, according to the UN.

Bangladesh's request to defer its graduation has already been recommended by the UN Committee for Development Policy (UNCDP). Following that, the UN Economic and Social Council (ECOSOC) agreed to put the proposal before the General Assembly.

"The decision on Bangladesh's issue of LDC graduation deferment may be taken in the high-level meeting between September 22 and September 23," Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan told The Daily Star over the phone yesterday.

Bangladesh has been lobbying different countries and trade blocs, including the European Union (EU), for support for its request for a three-year deferral, Ataur said.

The commerce secretary recently visited New Zealand and Australia to seek their support, arguing that the country needs more time to prepare for a smooth graduation.

"Bangladesh has also sought the backing of the G77, a group of 135 developing countries, and its members have committed to supporting the proposal at the UNGA," Ataur said.

Bangladesh is also in close contact with the EU and African LDCs to seek their support. Nepal is backing Bangladesh's efforts as it has also sought a deferral, he said.

The commerce secretary said that senior government officials have been seeking support directly from governments and trade blocs, while Bangladesh's high commissioners in different countries have also been lobbying on the issue.

The deferral request could be decided in one of two ways. If Bangladesh's proposal is approved unanimously, there will be no need for a vote.

But if there is no consensus, the proposal will go to a vote among member states. Bangladesh will need a two-thirds majority for its request to be approved.

"I am very much hopeful that we can secure the support of the required member countries for the

TIMELINE

Transitioned from a low-income to a lower-middle income country in World Bank classification

2018
Fulfilled LDC graduation criteria for the first time (43 years after joining)

2021
Met graduation criteria again, graduation recommended

2024
Met the criteria for the third time

2026
Feb 19: Govt requested UNCDP for a 3-year graduation deferral

2026
Nov 24: Scheduled graduation date

meeting in February and agreed on a process to assess the proposal.

The country's business community has also been pressing the current government and the previous interim administration to delay graduation, saying businesses need more time to prepare.

Business leaders said high bank interest rates and the political changeover in 2024 following widespread protest and political uncertainty have hit the economy.

A UN assessment report in March said Bangladesh still faced serious gaps in its readiness for graduation, as its economy continued to be affected by domestic and international shocks, including the US-Israel's war on Iran.

The report highlighted disruptions between 2017 and 2026, including climate vulnerability, the Rohingya crisis, the Covid-19 pandemic, the Russia-Ukraine war, inflation, pressure on the balance of payments and a prolonged macroeconomic slowdown that predated the regime change.

It said that while Bangladesh met all three criteria for graduation, significant risks persist, including the loss of trade preferences, fiscal and financial vulnerabilities, and weak institutional coordination.

Rising import costs for fossil fuels have created operational constraints, while gas shortages have worsened because of the Middle East conflict, said the UN report.

Economic growth slowed from

READ MORE ON B2

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

Bangladesh makes final push to defer LDC graduation

FROM PAGE B1

7.1 percent in FY22 to 3.5 percent in FY25, weakening momentum ahead of graduation. Inflation has outpaced wages, pushing millions into hardship and vulnerability.

A recent UN Trade and Development assessment estimated that Bangladesh could lose more than $17.5 billion in annual exports after graduation.

Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the local think tank Centre for Policy Dialogue (CPD), said Bangladesh's preparation has been taken in two ways. First, Bangladesh applied for the deferment; second, the UN itself conducted an assessment based on Bangladesh's plea for deferment.

Bangladesh will have to secure the deferment at this session as the country's LDC graduation is scheduled for November 24 this year, he added. He also said the support of African LDCs is important.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), said Bangladesh should now build consensus among UN member states so that the proposal can be passed smoothly at the General Assembly.

"Bangladesh should continue lobbying the G77 and the EU, while securing support from African LDCs is particularly important because most LDCs are in Africa," he said.

Moreover, a consensus should be built between the UNCDP and UN ECOSOC, that Bangladesh is facing a crisis, said the economist, specialising in applied international trade and development issues.

"The main partners are the EU, UK, Scandinavian countries, G77 countries and the African LDC group," he added. "The government should also send letters to different sub-committees of the UN body seeking their support for the deferment."

However, it may be difficult to obtain US support. But Bangladesh will have to manage US support carefully as there is a reciprocal trade agreement with America, Razzaque also said.

On the other hand, Bangladesh may obtain support from the EU and UK more easily, the economist also said.

Md Fazlul Hoque, administrator of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, said Bangladesh needs the deferment as businesses are in big trouble.

"I am very hopeful that Bangladesh's LDC graduation deferment will take place as it is needed for us," he added.

He said that if the deferment does not take place, Bangladeshi trade and business will face a lot of trouble as they are not ready for a smooth graduation.

Finance ministry officials said the national committee on LDC graduation has also held a final preparatory meeting on the deferment proposal at the ministry.

A good number of ministers, advisers and secretaries from different ministries attended the meeting, chaired by Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury.

Ministry officials also said Prime Minister Tarique Rahman may lead the Bangladesh delegation at the 81st session of the UNGA, although the schedule has not been fixed yet.

ঢাকা।